বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৭-১৮

Competition for growth

Bangladesh Competition Commission

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৭-১৮

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

৩৭/৩/এ, রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার

ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা-১০০০

www.ccb.gov.bd

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
	প্রথম অধ্যায় **আইন সংক্রান্ত**	
১।	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ প্রণয়নের প্রেক্ষাপট	০১
২।	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর সাংবিধানিক ভিত্তি	০১
৩।	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	০২
৪।	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য সমূহ	০২
৫।	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর উল্লেখযোগ্য ধারাসমূহ	০৩
৬।	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এ দন্ড, রিভিউ ও আপিল	০৪
	দ্বিতীয় অধ্যায় **কমিশন সংক্রান্ত**	
৭।	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন প্রতিষ্ঠা	০৫
৮।	কমিশনের চেয়ারপার্সন, সদস্য ও সচিব নিয়োগ	০৫
৯।	কমিশনের দায়িত্ব ও কর্তব্য	০৬
	তৃতীয় অধ্যায় **প্রশাসনিক ও আর্থিক কার্যক্রম**	
১০।	কমিশনের সভা	০৮
১১।	কমিশনের রূপকল্প ও উদ্দেশ্য	০৮
১২।	কমিশনের কার্যালয় স্থাপন	০৮
১৩।	কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী	০৮
১৪।	বিধিমালা ও প্রবিধানমালা প্রণয়ন	০৯
১৫।	এ্যাডভোকেসি কার্যক্রম	০৯
১৬।	কমিশনের অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো	১০
১৭।	কমিশনের আর্থিক ব্যয় বিবরণী	১১
	চতুর্থ অধ্যায় **আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী**	
১৮।	আন্তর্জাতিক সংস্থা ও কমিশন	১২
১৯।	আন্তর্জাতিক সম্পর্ক	১২
	পঞ্চম অধ্যায় **পরামর্শমূলক**	
২০।	সরকারি দপ্তরে মতামত প্রদান	১৩

ষষ্ঠ অধ্যায়
আইনের প্রয়োগ

২১। অভিযোগ নিষ্পত্তি ১৫

সপ্তম অধ্যায়
বিবিধ

২২। বাজার গবেষণা ১৬

২৩। প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়নের সম্ভাব্য প্রভাব ১৭

২৪। চ্যালেঞ্জসমূহ ১৮

২৫। কমিশনের করণীয় ১৮

২৬। কমিশনের কার্যক্রমের ক্রমপঞ্জি (পরিশিষ্ট-১) ২০

২৭। এ্যালবাম (পরিশিষ্ট-২) ২২

মুখবন্ধ

দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে ব্যবসা-বাণিজ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ উৎসাহিত করা, নিশ্চিত ও বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সরকার ২১ জুন, ২০১২ তারিখে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৩ নং আইন) প্রণয়ন করেছে।

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ অনুযায়ী গঠিত বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা (Statutory Body)। ব্যবসা-বাণিজ্যে বিরূপ প্রভাব বিস্তারকারী অনুশীলনসমূহ নির্মূল, প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ উৎসাহিতকরণ ও বজায় রাখার উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতা বিরোধী সকল চুক্তি, কর্তৃত্বময় অবস্থান এবং অনুশীলন নির্মূল, নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি করাই হচ্ছে কমিশনের কাজ। সরকার কর্তৃক ২০১৬ সালের এপ্রিল মাসে চেয়ারপার্সন এবং আগস্ট মাসে দুই জন সদস্য নিয়োগের মাধ্যমে কমিশনের কার্যক্রম শুরু হয়। আইনবলে সৃষ্ট কমিশনের সচিব পদে সরকার যুগ্ম সচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা পদায়ন করে। বর্তমানে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের সাত জন কর্মকর্তা কমিশনে সংযুক্তিতে দায়িত্ব পালন করছেন।

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের ৭৩ জনবল বিশিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো সরকার কর্তৃক ১৩ মার্চ ২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অনুমোদন করা রয়েছে। আইনটি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিধিমালা ও প্রবিধানমালা প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যা বিভিন্ন পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন।

প্রতিযোগিতা আইনের ধারণা বাংলাদেশে নতুন। প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কমিশন একটি কৌশলগত পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। কমিশনের জনবল নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন এবং এ্যাডভোকেসিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে কমিশন বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। বর্তমান জনবলের দক্ষতা উন্নয়নে দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ এবং বাজেট স্বল্পতার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে এ্যাডভোকেসি সংক্রান্ত কার্যক্রম কমিশন চালিয়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে কর্মকর্তাদের কয়েকটি বৈদেশিক এবং অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। ভারতীয় প্রতিযোগিতা কমিশন পরিদর্শনপূর্বক প্রাথমিক কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করা হয়েছে। বিবেচ্য সময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, অর্থ বিভাগ ও ডিজিএফআই সহ বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা ও চট্টগ্রামে অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ খ্রিঃ ICN (International Competition Network) এর সদস্যপদ লাভ করেছে, যা কমিশনের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এর ফলে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে কমিশনের সম্পৃক্ততা সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতি উন্নয়নশীল এবং গতিময়। প্রতিযোগিতা আইনের অনুপস্থিতিতে বাজারে কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ী, সিন্ডিকেট এবং প্রতিষ্ঠান উৎপাদিত পণ্যের উৎপাদন ও পরিবেশন নিয়ন্ত্রণ করে মূল্য বৃদ্ধি, পণ্যের কৃত্রিম সংকট, জোটবদ্ধতা প্রভৃতির মাধ্যমে প্রতিনিয়ত প্রতিযোগিতা পরিপন্থি কাজ করে আসছে। প্রযুক্তির ব্যবহার ও ই-কমার্স এর প্রসার লাভের ফলে নতুন নতুন ব্যবসার মডেল আবিষ্কার হচ্ছে, ফলে বাজারের গতি প্রকৃতি প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। এ সকল কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যে আইন অমান্য করার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে কমিশন দ্রুত ব্যবসা-বাণিজ্যে সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টিতে বদ্ধপরিকর।

বিবেচ্য অর্থ বছরে কমিশনের নিকট ৪টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে, তন্মধ্যে একটি অভিযোগ নিষ্পত্তি

হয়েছে। ফলে কমিশনের কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে দৃশ্যমান হচ্ছে। কমিশনের চাকুরী বিধিমালা চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে, যা অনুমোদনের পর কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগের মাধ্যমে পরবর্তী অর্থ বছরে কমিশনের কার্যক্রম অধিকতর দৃশ্যমান হবে মর্মে আশা করছি। কমিশনের ২০১৭-১৮ বছরের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থার সহযোগিতার ফলে কার্যক্রম সূচারুরূপে সম্পন্ন হয়েছে বিধায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন পূর্বক ভবিষ্যতে আরও সহযোগিতা কামনা করছি।

সরকারের রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ অর্জনে আইনটির বাস্তবায়ন ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে মর্মে আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি।

(মোঃ ইকবাল খান চৌধুরী)
চেয়ারপার্সন
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

প্রস্তাবনা

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২-এর ধারা ৩৯ মোতাবেক অর্থ বছর সমাপ্তির ৯০ দিনের মধ্যে পূর্ববর্তী অর্থ বছরে সম্পাদিত কমিশনের কার্যাবলি সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের নিকট পেশ করতে হবে মর্মে নির্দেশনা রয়েছে, যা মহামান্য রাষ্ট্রপতি পরবর্তীতে জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করবেন। উক্ত নির্দেশনা মোতাবেক কমিশনের ২০১৭-১৮ অর্থ বছর বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হলো।

(মোঃ আবুল হোসেন মিঞা)
সদস্য
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

(এ টি এম মুর্তজা রেজা চৌধুরী এনডিসি)
সদস্য
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

(মোঃ ইকবাল খান চৌধুরী)
চেয়ারপার্সন
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

প্রথম অধ্যায়

১। প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ প্রণয়নের প্রেক্ষাপট

অর্থনীতির জনক এ্যাডাম স্মিথের ভাষায় 'অদৃশ্য হাত বাজার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে'। কিন্তু বিভিন্ন সময় দেখা যায় বিভিন্ন কারণে স্বাভাবিক বাজার ব্যবস্থা অস্থিতিশীল হয়ে যায়। পণ্য ও সেবার বাজার কোন ভাবেই যাতে অস্থিতিশীল না হয় সে বিষয়ে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কাজ করে যাচ্ছে।

বাজারকে অস্থিতিশীল করতে যেসব পন্থা অবলম্বন করা হয়ে থাকে তার মধ্যে অন্যতম একটি পন্থা হলো একচেটিয়া (Monopoly) ব্যবসা। একচেটিয়া ব্যবসা প্রতিরোধে স্বাধীনতাপূর্ব সময়ে "Monopolies and Restrictive Trade Practices (Control and Prevention) Ordinance, 1970 (Ord. V of 1970)" প্রণয়ন করা হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এ অধ্যাদেশটি বলবৎ থাকলেও প্রায়োগিক ক্ষেত্রে তেমন কোন কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয় না।

বর্ণিত বিষয়টি ছাড়াও বাজারে ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজস, জোটবদ্ধতা অথবা কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার সংক্রান্ত প্রতিযোগিতা বিরোধী অন্যান্য কর্মকান্ড বিদ্যমান। এ সকল সমস্যা নিরসনে সরকার বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশে প্রতিযোগিতা আইন প্রণয়নের বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনায় আনে। পাশাপাশি দেশে সিভিল সোসাইটি ও ব্যবসায়ীদের একটি বড় অংশের পক্ষ থেকে প্রতিযোগিতা আইন প্রণয়নের দাবি উত্থাপিত হয়।

ফলশ্রুতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার বিগত ২১ জুন ২০১২ তারিখে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ (২০১২ সালের ২৩ নং আইন) প্রণয়ন করে। উল্লেখ্য, আইনটি ১৭ জুন, ২০১২ তারিখে জাতীয় সংসদে পাস হয়। দেশজ পণ্যের উৎপাদন, আমদানি-রপ্তানী বাণিজ্যে বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিসহ প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ একটি মাইলফলক।

২। প্রতিযোগিতা আইনের সাংবিধানিক ভিত্তি

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর মূল ভিত্তি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান। সংবিধানে অনুসৃত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি এবং মৌলিক অধিকার অনুচ্ছেদ সমূহতে অনুপ্রাণিত হয়েই আইনটি প্রণয়ন করা হয়েছে। সরাসরি প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত কোন অনুচ্ছেদ না থাকলেও কয়েকটি অনুচ্ছেদে অর্থনৈতিক সাম্য, সম্পদের সুষম বন্টন, শোষণমুক্ত ন্যায়ানুগ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, সম্পদের বিলি ব্যবস্থায় আইনগত বাধা নিষেধ আরোপন সংক্রান্ত নির্দেশনা রয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে অনুচ্ছেদ ১০ এ বলা হয়েছে- "মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজ লাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে"।

অন্যদিকে ১৯ (২) এ বলা হয়েছে- "মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ- সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন"।

আবার ৪২ (১) এ বলা হয়েছে- আইনের দ্বারা আরোপিত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর বা অন্যভাবে বিলি- ব্যবস্থা করিবার অধিকার থাকিবে।

সংবিধানের এ সকল নির্দেশনাই প্রতিযোগিতা আইনের সাংবিধানিক ভিত্তি।

৩। প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

প্রতিযোগিতা আইনের প্রস্তাবনায় এর লক্ষ্য বিধৃত রয়েছে যা নিম্নরূপঃ

দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে ব্যবসা-বাণিজ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ উৎসাহিত করিবার, নিশ্চিত ও বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজস (Collusion), মনোপলি (Monopoly) ও ওলিগপলি (Oligopoly) অবস্থা, জোটবদ্ধতা অথবা কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার সংক্রান্ত প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ড প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ বা নির্মূল করা।

৪। প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য সমূহ

১। এই আইনের বিধানাবলী অন্যান্য আইনের কোন বিধানের ব্যত্যয় না হয়ে তার অতিরিক্ত বলে গণ্য হবে; তবে শর্ত থাকে যে, এই আইনের নির্দিষ্টিকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন এবং পূরনের ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানাবলী আপাততঃ বলবৎ অন্যান্য আইনের বিধানাবলীর উপর প্রাধান্য পাবে;

২। এই আইনের অধীন কমিশন একটি দেওয়ানী আদালত (Civil Court) বলে গণ্য হবে;

৩। নিম্নবর্নিত বিষয়ে Code of Civil Procedure, 1908 (Act. V of 1908) এর অধীন একটি দেওয়ানী আদালত যে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে কমিশন বা, ক্ষেত্রমত চেয়ারপার্সন বা কোন সদস্যও সেরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে, যথাঃ

(ক) কোন ব্যক্তিকে কমিশনে হাজির হওয়ার জন্য নোটিশ জারী করা ও উপস্থিতি নিশ্চিত করা;
(খ) কোন দলিল উদঘাটন ও উপস্থাপন করা;
(গ) তথ্য যাচাই ও পরিদর্শন করা;
(ঘ) কোন অফিস হতে প্রয়োজনীয় কাগজাদি বা তার অনুলিপি তলব করা;
(ঙ) সাক্ষীর জিজ্ঞাসাবাদ এবং দলিল পরীক্ষা করবার জন্য নোটিশ জারী করা;
(চ) এই উপ-ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে যে কোন বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

৪। চেয়ারপার্সন বা কমিশন হতে বৈধ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে ক্ষমতা প্রয়োগে কোন ব্যক্তি বাধা প্রদান করলে বা প্রদত্ত নির্দেশ অমান্য করলে দন্ডনীয় অপরাধ বিবেচনায় তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারী কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে;

৫। কমিশনের চেয়ারপার্সন, সদস্য ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারী জনসেবক (Public Servant) বলে গণ্য হবে;

৬। এই আইন, বা তদধীন প্রণীত বিধিমালা ও প্রবিধানমালার অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কাজের ফলে কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্থ হলে বা হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তজ্জন্য কমিশনের কোন সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা দায়ের বা রুজু করা যাবে না;

৭। তদন্তাধীন বিষয়ে কমিশন প্রয়োজনে অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ দিতে পারবে;

৮। জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত এবং বেসরকারি খাতের জন্য উন্মুক্ত নয় এমন পণ্য এবং সেবা এই আইনের আওতা বহির্ভূত থাকবে;

৯। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট কমিশনের পাওনা সরকারি দাবী হিসেবে Public Demands Recovery Act, 1913 এর বিধান অনুসারে আদায়যোগ্য হবে;

১০। এই আইনের অধীনে বাস্তবায়িত কার্যাবলীর বার্ষিক প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করতে হবে। পরবর্তীতে বার্ষিক প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করবেন।

৫। প্রতিযোগিতা আইনের উল্লেখযোগ্য ধারাসমূহ

২০১২ সালে প্রণীত প্রতিযোগিতা আইন একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য মন্ডিত আইন। বাংলাদেশের আইন ব্যবস্থায় বিশেষ করে ব্যবসা- বাণিজ্যে ন্যায়ভিত্তিক পরিবেশ তৈরীর ক্ষেত্রে এ আইনটি একটি নব দিকের সূচনা করেছে। কোম্পানী আইন, চুক্তি আইন, পন্য ক্রয়-বিক্রয় আইন, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন প্রভৃতি সংক্রান্ত আইন বাংলাদেশে বিদ্যমান থাকলেও ব্যবসা- বাণিজ্যে ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজস, জোটবদ্ধতা, কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার, অনৈতিক উদ্দেশ্যে বাজারে মনোপলি ও ওলিগপলি অবস্থার সৃষ্টিরোধ করার ক্ষেত্রে নীতিমালা বা আইনের অনুপস্থিতি ছিল। এ সকল কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রতিযোগিতা আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২-এ মোট ৪৬ টি ধারা রয়েছে। উল্লেখযোগ্য ধারাগুলো সংক্ষেপে নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

ধারা-১: আইনের শিরোনাম প্রবর্তন;

ধারা-২: সংজ্ঞা;

ধারা-৫-৭: কমিশনের প্রতিষ্ঠা ও গঠন: প্রতিযোগিতা আইনটিতে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন গঠনের কথা বলা হয়েছে। কমিশনের সদস্যগণকে আইন, অর্থনীতি ও প্রশাসনের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে।

ধারা-৮: কমিশনের কার্যাবলীঃ এ ধারায় কমিশনের কার্যাবলী তুলে ধরা হয়েছে। উদ্দেশ্য গুলোকে বাস্তবায়ন করতে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য কমিশনকে ক্ষমতা বা দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

ধারা-১১: কমিশনের সভাঃ প্রতি ৪ মাসে কমিশনের কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে। বিশেষ প্রয়োজনে জরুরি সভা আহ্বান করা যাবে।

ধারা-১৫: এ ধারায় প্রতিযোগিতা বিরোধী বিভিন্ন চুক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয়।

ধারা-১৬: কর্তৃত্বময় অবস্থান (Dominant Position) অপব্যবহার এর সংজ্ঞা প্রদানসহ উহা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

ধারা-১৭-১৯: অভিযোগ, তদন্ত, আদেশ ইত্যাদি বিষয়ক কার্যক্রম সম্পর্কে বলা হয়েছে। ধারা-১৯ এ কমিশনকে তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে অন্তবর্তীকালীন আদেশ জারির ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

ধারা-২০: প্রতিযোগিতা বিরোধী চুক্তি সম্পাদন বা কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহারকারীর বিরুদ্ধে জরিমানা আরোপ ও পরিমাণ সম্পর্কে বলা হয়েছে।

ধারা-২১: প্রতিযোগিতার উপর বিরুপ প্রভাব বিস্তারকারী জোটবদ্ধতা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

ধারা-২৪: কমিশনের আদেশ লঙ্ঘনকারীকে এক বছর কারাদন্ড বা প্রতিদিনের ব্যর্থতার জন্য অনধিক ১ লক্ষ টাকা জরিমানা করার ক্ষমতা কমিশনকে দেয়া হয়েছে।

ধারা-২৯-৩০: কমিশনের আদেশের বিরুদ্ধে আদেশ প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে কমিশনের আদেশ পুনর্বিবেচনা অথবা সরকারের নিকট আপিল করার বিধান এ ধারায় বিধৃত করা হয়েছে।

ধারা-৩১: কমিশনের তহবিল গঠন সম্পর্কে বলা হয়েছে।

ধারা-৩৩: কমিশনের বার্ষিক বাজেট বিবরণী।

ধারা-৩৭: সরকার কর্তৃক কমিশনকে নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা।

ধারা-৩৯: প্রতি অর্থ বছর সমাপ্তির ৯০ দিনের মধ্যে কমিশন পূর্ববর্তী অর্থ বছরের কার্যাবলী সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতিবেদন দাখিল করবে।

ধারা-৪০: কমিশনের চেয়ারপার্সন, সদস্য ও কর্মকর্তা কর্মচারী জনসেবক বলে গণ্য হবে।

ধারা-৪৩: সরকার এ আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করতে পারবে।

ধারা-৪৪: আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে প্রবিধান প্রণয়ন করতে পারবে।

ধারা-৪৬: এ আইন দ্বারা Monopolies and Restrictive Trade Practices (Control and

Prevention) Ordinance,1970 (Ord.V of 1970) রহিতকরণপূর্বক এই আইন প্রবর্তনের পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত গৃহীত কার্যক্রমের হেফাজত করা হয়েছে।

৬। প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এ দন্ড, রিভিউ ও আপিল

প্রতিযোগিতা আইনটি মূলত দেওয়ানী প্রকৃতির। তবে এতে দু-একটি ক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্যক্রম গ্রহণের ব্যবস্থা রয়েছে।

(১) বাজারে প্রতিযোগিতা পরিপন্থী অনুশীলনগুলি যথাঃ যোগসাজশ (Collusion), মনোপলি (Monopoly) ও ওলিগপলি (Oligopoly) অবস্থা, জোটবদ্ধতা অথবা কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার সংক্রান্ত নিম্নবর্ণিত যে কোন এক বা একাধিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবেঃ

(ক) কোন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান সমূহের বিগত ০৩ (তিন) অর্থ বছরের গড় টার্ন ওভারের ১০% এর বেশী নয়, কমিশনের বিবেচনায় উপযুক্ত যে কোন পরিমাণ আর্থিক জরিমানা আরোপ করা যাবে;

(খ) কোন কার্টেল সংঘটিত হলে উক্ত কার্টেলের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে উক্তরূপ চুক্তির ফলে অর্জিত মুনাফার ০৩ (তিন) গুণ অথবা বিগত ০৩ (তিন) অর্থবছরের গড় টার্নওভারের ১০%, যা বেশী হয়, এরূপ আর্থিক জরিমানা আরোপ করা যাবে;

(গ) (ক) এবং (খ)-তে উল্লিখিত পরিমাণ আর্থিক জরিমানা প্রদানে কোন ব্যক্তি ব্যর্থ হলে প্রতিদিনের ব্যর্থতার জন্য অনধিক ০১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থ দন্ড প্রদান করা যাবে।

(২) যদি কোন ব্যক্তি/বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত এই আইনের অধীন কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ বা নির্দেশনা, আরোপিত কোন শর্ত বা বিধিনিষেধ বা প্রদত্ত কোন সিদ্ধান্ত লংঘন করে তাহলে তা এই আইনের অধীন একটি অপরাধ বলে গণ্য হবে এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ০১ (এক) বৎসর কারাদন্ড বা প্রতিদিনের ব্যর্থতার জন্য অনধিক ০১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থ দন্ডে দন্ডিত করা যাবে;

(৩) চেয়ারপার্সন বা কমিশন হতে বৈধ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তাকে ক্ষমতা প্রয়োগে কোন ব্যক্তি বাধা প্রদান করলে বা প্রদত্ত কোন নির্দেশ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ব্যক্তি অমান্য করলে তা এই আইনের অধীন একটি দন্ডনীয় অপরাধ হবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনূর্ধ্ব ০৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের কারাদন্ডে বা অর্থদন্ডে বা উভয় প্রকার দন্ডে দন্ডনীয় হবে;

(৪) কোন ব্যক্তি/বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান কমিশনের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নির্ধারিত ফরমে ফি প্রদান পূর্বক পুনর্বিবেচনার জন্য কমিশনের নিকট আবেদন করতে পারবে এবং একই শর্তে সরকারের নিকট আপিল করতে পারবে;

(৫) আপিলের ক্ষেত্রে জরিমানাকৃত অর্থের ২৫% অর্থ জমাদানপূর্বক সরকারের নিকট আপিল করা যাবে এবং জরিমানাকৃত অর্থের ১০% অর্থ কমিশনের নিকট জমাদানপূর্বক পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করা যাবে;

(৬) রিভিউ বা আপিলের ক্ষেত্রে যুক্তিসংগত কারনে সময় বৃদ্ধির আবেদন ৩০ (ত্রিশ) দিন পর্যন্ত বর্ধিত করা যাবে;

(৭) পুনর্বিবেচনা বা আপিলের ক্ষেত্রে কোন শুনানীর সুযোগ না দিয়ে কোন আদেশ সংশোধন, পরিবর্তন বা বাতিল করা যাবে না;

(৮) পুনর্বিবেচনা বা আপিল আবেদন প্রাপ্তির ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে;

(৯) পুনর্বিবেচনার ক্ষেত্রে কমিশনের সিদ্ধান্ত এবং আপিলের ক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন প্রতিষ্ঠা

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ৫ ধারায় বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বিধান রয়েছে। উক্ত ধারা মোতাবেক কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হবে এবং এর প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকবে। কমিশন প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত ৫ ধারাটি নিম্নরূপ:

ধারা-৫। (১) এই আইন প্রবর্তনের পর, যতশীঘ্র সম্ভব, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনদ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন নামে একটি কমিশন প্রতিষ্ঠা করবে।

(২) কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হবে এবং এর স্থায়ী ধারাবাহিকতা থাকবে এবং এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, এর স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করবার, অধিকারে রাখবার এবং হস্তান্তর করবার ক্ষমতা থাকবে এবং এর পক্ষে মামলা দায়ের করতে পারবে বা এর বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাবে।

(৩) কমিশনের একটি সাধারণ সীল মোহর থাকবে, যা কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত আকৃতির এবং বিবরণ সম্বলিত হবে; যা চেয়ারপার্সনের হেফাজতে থাকবে এবং কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে।

ধারা-৬। কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকবে এবং কমিশন, প্রয়োজনে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের যেকোন স্থানে এর শাখা কার্যালয় স্থাপন করতে পারবে।

সরকার ১৭ ডিসেম্বর ২০১২ মাসে গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন গঠন করে।

২। কমিশনের চেয়ারপার্সন, সদস্য ও সচিব নিয়োগ

প্রতিযোগিতা আইনের ৭ ধারায় কমিশন গঠন, সদস্যদের যোগ্যতা, মেয়াদ প্রভৃতি বিষয়ে বলা হয়েছে। কমিশন একজন চেয়ারপার্সন এবং অনধিক ৪ জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে। অর্থনীতি, প্রশাসন বা আইন বিষয়ে ১৫ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিগণ চেয়ারপার্সন বা সদস্য পদে ৩ বৎসরের জন্য নিয়োগ লাভের যোগ্য হবেন। উক্ত আইনের ১২ ধারা মোতাবেক কমিশনের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক কমিশনের একজন সচিব নিয়োগ দেওয়ার বিধান রয়েছে। আইনের ধারা-৭ অনুযায়ী কমিশন গঠন নিম্নরূপঃ

ধারা-৭। (১) কমিশন এক (১) জন চেয়ারপার্সন এবং অনধিক চার (৪) জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে।

(২) চেয়ারপার্সন ও সদস্যগণ, উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত যোগ্যতা পূরণ সাপেক্ষে, সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং তাহাদের চাকুরীর অন্যান্য শর্তাবলী বিধিদ্বারা নির্ধারিত হবে।

(৩) অর্থনীতি, বাজার সম্পর্কিত বিষয় বা জনপ্রশাসন বা অনুরূপ যেকোন বিষয় বা আইন পেশায় কিংবা সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আইন বিষয়ক কর্মকান্ডে অথবা সরকারের বিবেচনায় কমিশনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্য কোন বিষয়ে ১৫ (পনের) বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি কমিশনের চেয়ারপার্সন বা সদস্য হিসেবে নিয়োগ লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন ঃ তবে শর্ত থাকে যে, একই বিষয়ে অভিজ্ঞ একাধিক ব্যক্তিকে সদস্য হিসেবে নিয়োগ করা যাবে না।

(৪) চেয়ারপার্সন এবং সদস্যগণ কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য হবেন এবং দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কমিশন সরকারের নিকট দায়ী থাকবেন।

(৫) চেয়ারপার্সন কমিশনের প্রধান নির্বাহী হবেন।

(৬) চেয়ারপার্সন এবং সদস্যগণ তাদের কার্যভার গ্রহণের তারিখ হতে ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য স্ব স্ব পদে বহাল থাকবেন এবং অনুরূপ একটি মাত্র মেয়াদের জন্য পুনঃ নিয়োগের যোগ্য হবেন, তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তির বয়স ৬৫ (পঁয়ষট্টি) বৎসর পূর্ণ হলে তিনি চেয়ারপার্সন বা সদস্য পদে নিযুক্ত হবার যোগ্য হবেন না বা চেয়ারপার্সন বা সদস্য পদে বহাল থাকবেন না।

(৭) উপ-ধারা (৬) এর অধীন তাদের চাকুরীর নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হবার পূর্বে চেয়ারপার্সন বা কোন সদস্য যে কোন সময় সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে অনূন্য ৩ (তিন) মাসের অগ্রিম নোটিশ প্রদান করে স্ব স্ব পদ ত্যাগ করতে পারবেন, তবে শর্ত থাকে যে, সরকার কর্তৃক পদত্যাগ গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত চেয়ারপার্সন বা, ক্ষেত্রমত, সদস্য স্ব স্ব কার্য চালিয়ে যাবেন।

(৮) চেয়ারপার্সনের পদ শূন্য হলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে চেয়ারপার্সন তার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে, নবনিযুক্ত চেয়ারপার্সন তার পদে যোগদান না করা পর্যন্ত কিংবা চেয়ারপার্সন পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত জ্যেষ্ঠতম সদস্য চেয়ারপার্সন পদের দায়িত্ব পালন করবেন।

(৯) চেয়ারপার্সন বা কোন সদস্য মৃত্যুবরণ বা উপ-ধারা (৭) এর বিধান অনুসারে স্বীয় পদ ত্যাগ করলে বা অপসারিত হলে, সরকার উক্ত পদ শূন্য হবার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে, এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে শূন্য পদে নিয়োগ দান করবেন।

ইতোমধ্যে কমিশনের চেয়ারপার্সন হিসেবে সরকারের সাবেক সচিব জনাব মো: ইকবাল খান চৌধুরীকে গত ১৯ এপ্রিল, ২০১৬ এবং কমিশনের সদস্য হিসেবে সরকারের সাবেক সচিব জনাব এ টি এম মুর্তজা রেজা চৌধুরী ও সাবেক অতিরিক্ত সচিব জনাব মো: আবুল হোসেন মিঞাকে গত ২৮ জুলাই, ২০১৬ তারিখে নিয়োগ প্রদান করা হয়।

৩। কমিশনের দায়িত্ব ও কর্তব্য

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ৮ ধারায় কমিশনের দায়িত্ব, ক্ষমতা ও কার্যাবলী বর্ণনা করা হয়েছে যা নিম্নরূপঃ

১। বাজারে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব বিস্তারকারী অনুশীলন সমূহকে নির্মূল করা, প্রতিযোগিতাকে উৎসাহিত করা ও বজায় রাখা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করা।

২। কোন অভিযোগের ভিত্তিতে অথবা স্ব-প্রণোদিতভাবে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিযোগিতা বিরোধী সকল চুক্তি কর্তৃত্বময় অবস্থান এবং অনুশীলনের তদন্ত করা।

৩। প্রতিযোগিতা আইনে উল্লেখিত অপরাধের তদন্ত পরিচালনা এবং তার ভিত্তিতে মামলা দায়ের ও পরিচালনা করা।

৪। জোটবদ্ধতা এবং জোটবদ্ধতা সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি, জোটবদ্ধতার জন্য তদন্ত সম্পাদনসহ জোটবদ্ধতার শর্তাদি এবং জোটবদ্ধতা অনুমোদন বা নামঞ্জুর সংক্রান্ত বিষয়াদি নির্ধারণ করা।

৫। প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত বিধিমালা, নীতিমালা দিক নির্দেশনামূলক পরিপত্র বা প্রশাসনিক নির্দেশনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নে সরকারকে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করা।

৬। প্রতিযোগিতামূলক কর্মকান্ডের উন্নয়ন এবং প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য উপযুক্ত মানদন্ড নির্ধারণ করা।

৭। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজনের মধ্যে প্রতিযোগিতা সম্পর্কিত সার্বিক বিষয়ে প্রচার এবং প্রকাশনার মাধ্যমে ও অন্যান্য উপায়ে জনগনের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কর্মসূচী গ্রহণ করা।

৮। প্রতিযোগিতা বিরোধী কোন চুক্তি বা কর্মকান্ড বিষয়ে গবেষণা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ এবং অনুরূপ অন্যবিধ ব্যবস্থার মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রকাশ ও প্রচার করা এবং উহাদের কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করা।

৯। সরকার কর্তৃক প্রেরিত প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত যে কোন বিষয় প্রতিপালন, অনুসরণ বা বিবেচনা করা।

১০। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে অন্য কোন আইনের অধীন গৃহীত ব্যবস্থাদি পর্যালোচনা করা।

১১। এই ধারার অধীন দায়িত্ব পালনের জন্য বা ইহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের প্রয়োজনে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বিদেশী কোন সংস্থার সহিত কোন চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর ও সম্পাদন করা;

১২। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণ কল্পে ফিস, চার্জ বা অন্য কোন খরচ ধার্য করা; এবং

১৩। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণ কল্পে বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য যে কোন কার্য করা।

১৪। কমিশন স্ব-প্রণোদিত হয়ে অথবা কোন অভিযোগের ভিত্তিতে এই আইনের অধীন উত্থাপিত অভিযোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে পারবে।

তৃতীয় অধ্যায়

১। কমিশনের সভা

সরকার প্রতিযোগিতা কমিশন প্রতিষ্ঠার পর ২৪/০৪/২০১৬ তারিখে চেয়ারপার্সন ও ০৯/০৮/২০১৬ তারিখে ০২ (দুই) জন সদস্য নিয়োগ করেন। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সাধারণ সভাসহ কমিশনের ০৮ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভা সমূহে কমিশনের জন্য প্রণীত প্রয়োজনীয় বিধিমালা ও প্রবিধানমালা এবং কমিশনের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বাজেট এবং ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ বৎসরের প্রক্ষেপণ বাজেট অনুমোদনসহ অর্থবছরের বাকি সময়ের জন্য প্রণীত কর্ম পরিকল্পনা অনুমোদন করা হয়।

২। কমিশনের রূপকল্প ও উদ্দেশ্য

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের রূপকল্প ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপঃ

রূপকল্পঃ

"প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে বাজার সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতনকরণ, সম্পৃক্তকরণ ও আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে একটি সুষ্ঠু ব্যবসায়িক পরিবেশ গড়ে তোলা।"

উদ্দেশ্যঃ

ক. ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজস, মনোপলি, ওলিগপলি অবস্থা, জোটবদ্ধতা অথবা কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার সংক্রান্ত প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ড প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ বা নির্মূলকরণ;

খ. উচ্চতর জ্ঞানভিত্তিক, গবেষণাধর্মী এবং তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর কমিশন গড়ে তোলা।

৩। কমিশনের কার্যালয় স্থাপন

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ৬ ধারা অনুযায়ী কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় স্থাপিত হবে এবং জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের একটি কক্ষে কমিশনের প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু হয়। নভেম্বর, ২০১৬ মাসে ৩৭/৩/এ, রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকায় কমিশনের অস্থায়ী কার্যালয় স্থাপন করা হয়। বর্তমানে উক্ত কার্যালয়ে কমিশনের কার্যক্রম চলমান। কমিশনের স্থায়ী কার্যালয় নির্মানের নিমিত্ত জায়গা বরাদ্দের জন্য গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

৪। কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী

২০১৬ সালে কমিশন কার্যক্রম শুরু করে। শুরুতে কমিশনে সরকার কর্তৃক পদায়নকৃত ১ জন সচিব (যুগ্ম সচিব) ব্যতীত দাপ্তরিক কার্যক্রমসহ অন্যান্য দায়িত্ব পালনের জন্য আর কোন কর্মকর্তা ছিল না। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বাজেট হতে কমিশন কয়েকজন সহায়ক কর্মচারী দৈনিক মজুরী ভিত্তিতে নিয়োগ প্রদান করে। বিবেচ্য সময়ে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের আরও ৬ জন কর্মকর্তা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংযুক্তিতে পদায়ন করা হয়। বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয় এর দপ্তর হতে একজন হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তাকে সংযুক্তিতে পদায়ন করা হয়। কমিশনে বর্তমানে সচিবসহ মোট ৮ জন কর্মকর্তা সংযুক্তিতে কাজ করছে। কমিশনের চেয়ারপার্সন ও ২ জন সদস্য ব্যতীত কমিশনের বর্তমান জনবল নিম্নে প্রদর্শিত হলঃ

ক্রমিক নং	পদবী	সংখ্যা
০১	সচিব (যুগ্ম সচিব)	০১
০২	উপ-সচিব (সংযুক্ত)	০৬
০৩	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	০১

৫। বিধিমালা ও প্রবিধানমালাঃ

প্রতিযোগিতা আইনটি অর্থনৈতিক বিষয়ক একটি দেওয়ানি প্রকৃতির আইন। আইনটি বাস্তবায়নে বিধিমালা ও প্রবিধিমালা প্রণয়ন আবশ্যক। ইতোমধ্যে নিম্নোক্ত বিধিমালা/প্রবিধানমালা অনুমোদনের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে যা অনুমোদনের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ক্র. নং	বিধিমালা/প্রবিধানমালার শিরোনাম	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের তারিখ
১	প্রতিযোগিতা তহবিল প্রবিধানমালা, ২০১৭	১৪ মার্চ ২০১৭
২	সভা ও কার্যপদ্ধতি বিধিমালা, ২০১৭	২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭
৩	অনুসন্ধান ও তদন্ত প্রবিধানমালা, ২০১৭	১৩ নভেম্বর ২০১৭
৪	শুনানী প্রবিধানমালা, ২০১৭	১৩ নভেম্বর ২০১৭
৫	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী বিধিমালা, ২০১৮	২১ ডিসেম্বর ২০১৭
৬	আপিল বিধিমালা, ২০১৮	২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮
৭	পুনর্বিবেচনা প্রবিধানমালা, ২০১৮	২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

৬। এ্যাডভোকেসি কার্যক্রম

(১) সেমিনার আয়োজনঃ

গত ২৯ মার্চ ২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সিরডাপ মিলনায়তনে “ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণঃ বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের ভূমিকা” শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব তোফায়েল আহমেদ এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় । বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্য মন্ত্রাণালয়ের সচিব জনাব শুভাশীষ বসু ও এফবিসিসিআই এর সভাপতি জনাব শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন।

কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ ইকবাল খান চৌধুরী সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. শিবলী রুবায়েত উল ইসলাম মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এবং ড. নাজনীন আহমেদ, সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, বিআইডিএস, ড. এনামুল হক, এমিরেটস ফেলো, উন্নয়ন সমন্বয়, ও ড. ফয়সল আহমেদ, প্রধান অর্থনীতিবিদ, বাংলাদেশ ব্যাংক আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সেমিনারে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ব্যবসায়ী প্রতিনিধি ও ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্টিং মিডিয়ার প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

(২) কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, বিভাগীয় কমিশনার ঢাকা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ও বিভাগীয় কমিশনার চট্টগ্রাম, অর্থ বিভাগ এবং ডি জি এফ আই কার্যালয়ে অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া একাধিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়েছে।

৭। কমিশনের অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো

কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো যথাযথ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে পত্র নং-২৬.০০.০০০০.০৯০.০১১.১৭.১৫-৯০ তারিখ ১৩ মার্চ ২০১৮ মূলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক সরকারি আদেশ জারী হয়। কমিশনের মঞ্জুরীকৃত এবং বর্তমানে কর্মরত জনবল নিম্নরূপঃ

ক্রমিক	পদের নাম	শ্রেণী				মঞ্জুরীকৃত পদ
		১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	
১	সচিব	১				১
২	পরিচালক	৪				৪
৩	উপ-পরিচালক	৫				৫
৪	প্রোগ্রামার	১				১
৫	চেয়ারপার্সনের একান্ত সচিব	১				১
৬	সহকারি পরিচালক	৮				৮
৭	সহকারি পরিচালক (গবেষণা)	২				২
৮	সহকারি প্রোগ্রামার	১				১
৯	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১				১
১০	লাইব্রেরীয়ান		১			১
১১	কম্পিউটার অপারেটর			২		২
১২	উচ্চমান সহকারি			২		২
১৩	ব্যক্তিগত সহকারি			১০		১০
১৪	স্টোর কিপার			১		১
১৫	হিসাব রক্ষক			১		১
১৬	ক্যাশিয়ার			১		১
১৭	অফিস সহকারি কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক			৭		৭
১৮	গাড়ী চালক			৮		৮
১৯	ডেসপাচ রাইডার				১	১
২০	অফিস সহায়ক				১১	১১
২১	পরিচ্ছন্নতাকর্মী				২	২
২২	নিরাপত্তা প্রহরী				২	২
	মোটঃ	২৪	০১	৩২	১৬	৭৩

৮। কমিশনের আর্থিক ব্যয় বিবরণী ২০১৭-১৮

কমিশন ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সরকার হতে তিন কোটি আটত্রিশ লক্ষ (৩,৩৮,০০,০০০/-) টাকা সাহায্য মঞ্জুরী হিসেবে বরাদ্দ প্রাপ্ত হয়। প্রাপ্ত বাজেটের প্রধান প্রধান খাত উল্লেখ পূর্বক একটি সংক্ষিপ্ত ব্যয় বিবরণী নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

ক্রমিক	আইটেম	প্রাপ্ত বরাদ্দ	জুন/১৮ পর্যন্ত ব্যয়	অব্যয়িত অর্থ	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের প্রকৃত ব্যয়
১	অফিসারদের বেতন	৪৫,০০,০০০/-	২৭,৮৯,৮৮০/-	১৭,১০,১২০/-	২৫,৯৮,২৪৭/-
২	কর্মচারীদের বেতন	৫,০০,০০০/-	১,০০,৫০০/-	৩,৯৯,৫০০/-	২,৮৭,৪৫০/-
৩	ভাতাদি	৪২,৪৩,০০০/-	২৮,১১,০৪৩/-	১৪,৩১,৯৫৭/-	২১,৯৫,৬৪৩/-
৪	সরবরাহ ও সেবা	১,৫৩,৯৭,০০০/-	১,৪৮,১১,৮২২/-	৫,৮৫,১৭৮/-	৮০,৯৫,৯২৮/-
৫	আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের চাঁদা	৫০,০০০/-	০.০০/-	৫০,০০০/-	০.০০/-
৬	সম্পদ সংগ্রহ	৯১,৬০,০০০/-	৮১,৮৩,৬০২/-	৯,৭৬,৩৯৮/-	১,৬৭,২৮,৩৯৯/-
	সর্বমোটঃ	**৩,৩৮,০০,০০০/-**	**২,৮৬,৯৬,৮৪৭/-**	**৫১,০৩,১৫৩/-**	**২,৯৯,০৫,৬৬৭/-**

প্রত্যাশিত সময়ে সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন না হওয়ায় জনবল নিয়োগ করা সম্ভব হয়নি। ফলশ্রুতিতে বেতন ভাতাদি ও সম্পদ সংগ্রহ খাতে অর্থ অব্যয়িত থাকে যা সমর্পণ করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

১। আন্তর্জাতিক সংস্থা ও কমিশন

কমিশন কার্যক্রম শুরুর পর থেকে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে যে সকল প্রতিষ্ঠান Competition Policy নিয়ে কাজ করে, তাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করার চেষ্টা করছে। OECD Global Forum on Competition (GFC), UNCTAD, ICN, CUTS International সহ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন ICN এর সদস্যপদ লাভ করে।

২। আন্তর্জাতিক সম্পর্কঃ

(১) দক্ষিণ কোরিয়া ফেয়ার ট্রেড কমিশন কর্তৃক ৩১ অক্টোবর-১৭ নভেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত আয়োজিত "Internship Program 2017" এ কমিশনের কর্মকর্তা জনাব মোঃ খালেদ আবু নাছের, উপসচিব ও জনাব মোহাম্মদ আশরাফুল আলম, চেয়ারপার্সনের একান্ত সচিব (পরবর্তিতে উপসচিব হিসেবে পদোন্নতিপ্রাপ্ত) দক্ষিণ কোরিয়ায় ২১ দিনের কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ।

(২) CUTS (Consumer Unity & Trust Society) কর্তৃক ভারতের জয়পুরে ৯-১১ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে Competition, Regulation and Development বিষয়ক পঞ্চম দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে কমিশনের সদস্য জনাব মোঃ আবুল হোসেন মিঞা এবং উপসচিব জনাব মোঃ আবদুর রহমান অংশ গ্রহণ করেন।

(৩) OECD Global Forum on Competition (GFC) সম্মেলনঃ

OECD Global Forum on Competition (GFC) কর্তৃক আয়োজিত ৭-৮ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখে ফ্রান্সের প্যারিসে অনুষ্ঠিত ১৬ তম সম্মেলনে কমিশনের সদস্য জনাব এ টি এম মুর্তজা রেজা চৌধুরী, এনডিসি ও উপসচিব জনাব আমির আব্দুল্লাহ মুঃ মঞ্জুরুল করিম অংশগ্রহণ করেন।

(৪) ICN (International Competition Network) এর ১৬ তম সম্মেলনঃ

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ খ্রিঃ তারিখে ICN এর সদস্যপদ লাভ করে এবং ICN এর ১৬তম সম্মেলনে অংশ গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তৎপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ ইকবাল খান চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল ভারতের নয়াদিল্লীতে ২১-২৩ মার্চ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সম্মেলনে যোগদান করেন। উক্ত প্রতিনিধি দলে কমিশনের উপসচিব জনাব মোঃ খালেদ আবু নাছের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।

(৫) কোরিয়া ফেয়ার ট্রেড কমিশন (KFTC) ও বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (BCC) এর মধ্যে প্রথম দ্বিপাক্ষিক সভাঃ

২২ মার্চ ২০১৮ খ্রিঃ তারিখে ভারতের নয়াদিল্লীতে কোরিয়া ফেয়ার ট্রেড কমিশন (KFTC) ও বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (BCC) এর মধ্যে প্রথম দ্বিপাক্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। কোরিয়া ফেয়ার ট্রেড কমিশনের পক্ষে চেয়ারপার্সন Mr. Sang-jo Kim এবং বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের পক্ষে চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ ইকবাল খান চৌধুরী নের্তৃত্ব দেন। উভয়পক্ষ পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করেন। উভয় কমিশনের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরের বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

১। সরকারি বিভিন্ন দপ্তরে মতামত প্রদান

প্রতিযোগিতা আইনের ১৪ ধারা মোতাবেক বিবেচ্য সময়ে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন কর্তৃক পত্র নম্বর-১৪.৩২.০০০০.০০৭.৮১.০০৬.১৫.৬১৭ তারিখঃ ১৫-০৪-২০১৮ মূলে 'বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (টেলিযোগাযোগ প্রতিযোগিতা) প্রবিধানমালা, ২০১১' এর উপর মতামত প্রদানের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের পক্ষে সচিব কর্তৃক পত্র নম্বর-২৬.১২.০০০০.১০৪.৯৯.০০৬.১৭.২০৬ তারিখঃ ২১-০৫-২০১৮ মূলে চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন বরাবর নিম্নোক্ত মতামত প্রদান করা হয়ঃ

"(১) প্রবিধানমালাটির প্রস্তাবনায় উল্লিখিত উদ্দেশ্য এবং প্রতিযোগিতা আইন ২০১২ এর প্রস্তাবনার উদ্দেশ্য মূলতঃ একই। প্রতিযোগিতা আইন ও প্রস্তাবিত প্রবিধানমালা উভয়ের উদ্দেশ্যই বাজারে প্রতিযোগিতা করার পরিবেশ ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং প্রতিযোগিতা পরিপন্থী ব্যবস্থার প্রতিরোধ ও অবসান ঘটানো। প্রবিধানমালাটি শুধু টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা ও টেলিযোগাযোগ সেবার ক্ষেত্রে প্রয়োগ হবে। অন্যদিকে যে কোন পণ্য ও সেবার ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা পরিপন্থী কর্মকান্ড প্রতিরোধ, নির্মূল ও নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা আইন প্রয়োগ হবে।

(২) প্রবিধানমালাটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এ প্রবিধানমালার উল্লেখযোগ্য প্রবিধি হচ্ছে প্রবিধি-৩ ও ৪। প্রবিধি-৩ ও ৪ এ প্রতিযোগিতা বিরুদ্ধ আচরণ সম্পর্কে বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। অন্যদিকে একইভাবে প্রতিযোগিতা আইনের উল্লেখযোগ্য ধারা হচ্ছে ধারা-১৫, ১৬ ও ২১। এ ধারাগুলোতেও প্রতিযোগিতা বিরুদ্ধ কর্মকান্ডগুলো নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

প্রবিধানমালার প্রবিধি-৩ ও ৪ এবং প্রতিযোগিতা আইনের ধারা ১৫, ১৬ ও ২১ এর বিষয়বস্তু সমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে।

(৩) প্রতিযোগিতা আইনের ১৭, ১৮, ১৯ ও ২০ ধারা অনুযায়ী প্রতিযোগিতা কমিশনকে প্রতিযোগিতা বিরুদ্ধ কর্মকান্ডের বিষয়ে অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশ, তদন্ত, জরিমানা আরোপসহ অন্যান্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। অন্যদিকে টেলিযোগাযোগ কমিশনের প্রবিধানমালায় ৭, ৮, ৯, ১০ ও ১১ প্রবিধি অনুযায়ী উক্ত কমিশনকে নির্দেশনা, তদন্ত ও জরিমানা আরোপ করার ক্ষমতা প্রদানের বিধান রাখা হয়েছে।

প্রবিধানমালা ও আইনের উল্লিখিত প্রবিধি ও ধারাগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে।

(৪) প্রতিযোগিতা আইনের ২১ ধারা মোতাবেক যে কোন ধরনের জোটবদ্ধতা (অধিগ্রহণ {Acquisition} বা নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করা বা অঙ্গীভূত বা একিভূত হওয়া {Merger}) প্রবিধান সাপেক্ষে প্রতিযোগিতা কমিশনের নিকট হতে অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। অন্যদিকে টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনও প্রবিধানমালা অনুযায়ী টেলিযোগাযোগ ক্ষেত্রে জোটবদ্ধতা বিষয়টি বিবেচনায় নিতে পারবে। ফলে এদিক দিয়েও উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে।

(৫) টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ২৯ ও ৩০ ধারাদ্বয় বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এই আইনটি টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনকে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা বা সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সাধারণ প্রতিযোগিতা (Competitiveness) উন্নয়নের জন্য ক্ষমতা প্রদান করেছে। মূলত প্রশাসনিক (Regulatory) বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির বিভিন্ন উপায় গ্রহণের জন্য টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। প্রতিযোগিতা বিরুদ্ধ কর্মকান্ডের (Anti-Competition Activities) বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কোন ক্ষমতা প্রদান করেনি।

(৬) প্রতিযোগিতা আইনের ৪২ ধারায় উল্লেখ রয়েছে যে, "এই আইনের বিধানাবলী অন্যান্য আইনের কোন বিধানের ব্যত্যয় না হইয়া উহার অতিরিক্ত হইবেঃ তবে শর্ত থাকে যে, এই আইনের নির্দিষ্টকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন ও পূরণের ক্ষেত্রে অন্য যে কোন আইনের বিধানাবলীর উপর প্রতিযোগিতা আইন প্রাধান্য পাইবে।"

টেলিযোগাযোগ কমিশনের প্রস্তাবিত বিধানটি একটি প্রবিধানমালা। এটি মূল আইন নয়। এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং বিভিন্ন প্রবিধানের বিষয় প্রতিযোগিতা আইনের নির্দিষ্টকৃত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং কয়েকটি ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রয়েছে।

(৭) আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে প্রতিযোগিতা আইনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বর্তমানে প্রায় ১৩০টিরও বেশি দেশে প্রতিযোগিতা আইন বিদ্যমান রয়েছে। বিভিন্ন দেশে সেক্টোরাল বিভিন্ন নীতিমালা থাকলেও প্রতিযোগিতা আইন প্রণীত হওয়ার পর এই আইনের নির্দিষ্টকৃত উদ্দেশ্যগুলিতে প্রতিযোগিতা আইনটিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে বিভিন্ন দেশের আদালতের রায়/আদেশ কিংবা কমিশনের বিভিন্ন সিদ্ধান্তও রয়েছে।

(৮) প্রতিযোগিতা আইনটি বিদ্যমান থাকাকালে এই আইনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রবিধানমালা/আইন প্রণয়ন করা হলে একই দায়িত্ব বা ক্ষমতার দ্বৈততার সম্ভাবনা প্রবল। ফলে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী।

(৯) প্রবিধানমালাটিতে যে সকল প্রবিধান সংযোজন করা হয়েছে, উহা সকল ক্ষেত্রেই প্রতিযোগিতা আইনের বিধানাবলীকে চ্যালেঞ্জ জানাবে, প্রতিযোগিতা আইনের ব্যপ্তিকে সংকুচিত করবে এবং টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা বিরুদ্ধ আচরণ সংক্রান্ত ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে প্রতিযোগিতা কমিশনের আওতা খর্ব করবে। উভয় কমিশনের মধ্যে মতবিরোধের সৃষ্টি হবে।

উপর্যুক্ত পর্যালোচনার আলোকে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের অভিমত এই যে, প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ বিদ্যমান থাকাকালীন উক্ত আইনের আওতাভূক্ত বিষয়ে টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর আওতায় প্রস্তাবিত প্রবিধানমালা প্রতিযোগিতা আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এমতাবস্থায়, প্রস্তাবিত প্রবিধানমালা প্রণয়ন করার সুযোগ নাই।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

১। অভিযোগ নিষ্পত্তি

অক্টোবর ২০১৭ সালে কমিশনে প্রথম অভিযোগ দায়ের করা হয়। ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত ৪টি অভিযোগ পাওয়া যায়, অনুসন্ধান ও তদন্ত ইউনিট কর্তৃক ২টি অভিযোগের বিষয়ে অনুসন্ধান প্রতিবেদন কমিশনে দাখিল হয়। তন্মধ্যে কমিশন কর্তৃক গত ১৬ মে ২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আদেশ জারী করা হয়।

(১) নিষ্পত্তিকৃত মামলার বিবরণীঃ

মামলা নং ১/২০১৮

অভিযোগকারী: ব্যারিস্টার এম. সারোয়ার হোসেন, এডভোকেট, সুপ্রিম কোর্ট, ঢাকা।

প্রতিপক্ষ: ১। চেয়ারম্যান, এক্সিকিউটিভ্ কমিটি, RAOWA, ভিআইপি রোড, ডিওএইচএস, মহাখালী,ঢাকা।

২। ইকবাল হোসেন ক্যাটারিং সার্ভিস লি:, হা-১৫/২, রো-৬/এ, নবোদয় হাউজিং সোসাইটি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

অভিযোগকারী কমিশনের চেয়ারপার্সন বরাবর ০২-১০-২০১৭ তারিখে একটি লিখিত অভিযোগ দাখিল করেন। তার অভিযোগে উল্লেখ করেন যে, অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তাদের সামাজিক সংস্থা ১ম প্রতিপক্ষ অন্যান্য কার্যক্রমের পাশাপাশি সংস্থার আয় বর্ধনের লক্ষ্যে কনভেনশন হল-এ ব্যবসায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এ হলটি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্যে রাওয়ার সদস্য অথবা সাধারণ জনগন ভাড়া নিয়ে নির্দিষ্ট শর্তাবলী অনুসরণ করে ব্যবহার করতে পারে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে খাবার সরবরাহের জন্য ১ম প্রতিপক্ষ, ২য় প্রতিপক্ষকে এককভাবে ইজারা প্রদান করেছে। অর্থাৎ ১ম প্রতিপক্ষের কনভেনশন হল ভাড়া নিলে শর্তানুসারে কোন ব্যক্তি শুধুমাত্র ২য় প্রতিপক্ষের নিকট হতে খাবার সরবরাহ নিতে বাধ্য থাকবেন। ২য় প্রতিপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য তালিকা অনুসারে খাবার গ্রহণকারীকে অর্থ পরিশোধ করতে হবে। এক্ষেত্রে ১ম প্রতিপক্ষ, ২য় প্রতিপক্ষকে একক ও একচেটিয়াভাবে ব্যবসা করার সুযোগ দেয়াটা প্রতিযোগিতা আইন বিরোধী।

অভিযোগটি অনুসন্ধানের নিমিত্ত কমিশনের তদন্ত ও অনুসন্ধান ইউনিট বরাবর প্রেরণ করা হয়। প্রাপ্ত অভিযোগটি তদন্ত ও অনুসন্ধান ইউনিট পর্যালোচনা পূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করে। প্রতিবেদনটিতে প্রতিযোগিতা আইনের ১৫(১) ধারা লংঘনের প্রাথমিক সত্যতা রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। অনুসন্ধান প্রতিবেদন পর্যালোচনা এবং উভয়পক্ষের শুনানি গ্রহণ করে কমিশন ১৬-০৫-২০১৮ তারিখে চূড়ান্ত আদেশ প্রদান করে। উল্লেখ্য কার্যক্রম শুরুর পর এটি ছিল কমিশনে প্রাপ্ত প্রথম অভিযোগ।

প্রতিযোগিতা আইন ২০১২ এর ১৭ ধারা মোতাবেক প্রয়োজনীয় নির্দেশনাসহ অভিযোগটি নিষ্পত্তি করে কমিশন নিম্নরূপ আদেশ প্রদান করে -

"অতএব, কমিশন ঐক্যমতের ভিত্তিতে এই মর্মে চূড়ান্ত আদেশ প্রদান করছে যে, ১ম প্রতিপক্ষ আগামী ৩০-০৬-২০১৮ ইং তারিখের মধ্যে ২য় প্রতিপক্ষের সাথে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল ও উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে একাধিক ক্যাটারিং সার্ভিস প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগের ব্যবস্থা সম্পন্ন করবে। সকল কর্মকান্ড সম্পন্ন করে ১ম প্রতিপক্ষ একটি আদেশ প্রতিপালন প্রতিবেদন আগামী ০৮-০৭-২০১৮ ইং তারিখের মধ্যে কমিশন বরাবর প্রেরণ করবে"।

সপ্তম অধ্যায়

বিবিধ

১।　বাজার গবেষণা

কমিশন কর্তৃক বিবেচ্য সময়ে বিআইডিএস এর মাধ্যমে "Onion Market of Bangladesh: Role of different players and assessing competitiveness" বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা হয়।

উক্ত গবেষণায় প্রাপ্ত সুপারিশ নিম্নরূপঃ

1. HYV onion seed should be made available to the farmers at proper time to increase the production of onion.
2. Initiative should be taken to increase the productivity of onion. Majority of small farmers were growing onion on less than acre of land, keeping in view this aspect, the policy makers should frame the policy both for increasing the production and marketing facilities.
3. Lack of remunerative prices and price fluctuation were the problems experienced by majority of the respondents. The government should have proper mechanism to control prices by declaring minimum support price of fix rate based on cost or production.
4. Onion is a commercial crop, so production strategy needs to be developed in order to increase the production at state level.
5. Seed treatment and selection of the variety are the important technical practices for increasing the yield of onion which was not realized by farmers. Hence, the extension agencies should take up suitable training programme on these aspects to those farmers are properly educated. Training on onion cultivation should be organized by government and non-government organizations to develop technical knowledge of the farmers, which will help the farmers to use the inputs in efficient way.
6. During the time of sudden increase of price government intervention in terms of low cost open market sale has to be undertaken mainly targeting the urban poor.
7. Import of immature onion from India lead to consumption of higher quantity of onion, therefore, quality needs to be ensured for imported onion.
8. Delay in land port leads to loss of weight in onion and causes price hike by traders to cover the loss. Thus measures should be taken for quick release of trucks in land ports. In this connection, workers working for loading and unloading play a big role and their activities need to be rationalized with the help of local leaders.
9. Competition Commission should have a strong information and data system where updated information on various agricultural commodities should be channeled from different organizations, so that they can easily look into any possible anti-competitive behavior in the market. For example this data base should have links with Department of Agricultural marketing.
10. Sources other than India should be explored for import of onion.

২। প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়নের সম্ভাব্য প্রভাব

বিভিন্ন আইন দ্বারা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ করা হলেও মূল্য নির্ধারণ, সিন্ডিকেট, ব্যবসায়িক কর্মকান্ডে ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজস কিংবা অবৈধ উদ্দেশ্যে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের জোটবদ্ধতা কোন আইনের আওতাভূক্ত ছিল না। ফলে বাংলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিগণ কর্তৃক নিয়ন্ত্রণহীনভাবে ব্যবসায়িক কর্মকান্ড পরিচালনা করার সুযোগ ছিল। প্রতিযোগিতা আইন এ সকল কর্মকান্ড নিষিদ্ধ করেছে। এ সকল বিবেচনায় সরকার কর্তৃক প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ প্রণয়ন ও বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন গঠন যুগান্তকারী পদক্ষেপ। উক্ত আইনের ৮ ধারায় প্রদত্ত দায়িত্ব ও কার্যাবলী বাস্তবায়ন করতে পারলে বাংলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যে সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত হবে। ফলে অর্থনীতিতে নিম্নোক্ত ধরণের ইতিবাচক পরিবর্তন আসবেঃ

(১) অযৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ (Price Fixing): বাজারে অসাধু ব্যবসায়ীগণ ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজস করে ইচ্ছামত বিভিন্ন পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে বাজার নিয়ন্ত্রণ করার ফলে ভোক্তা প্রতারিত হয় এবং বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা হ্রাস পায়। প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়িত হলে ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজস করে পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করার সুযোগ কমে আসবে।

(২) বাজারের ভৌগোলিক সীমা (এলাকাভিত্তিক) নির্ধারণঃ ব্যবসায়িক ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান ষড়যন্ত্রমূলক চুক্তি করে ইচ্ছামত পণ্য সরবরাহ ও মূল্য নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে অবৈধভাবে অতিরিক্ত মুনাফা করার জন্য ভৌগোলিক (এলাকাভিত্তিক) বাজার সৃষ্টি করে। প্রতিযোগিতা আইন এ ধরণের এলাকা ভিত্তিক বাজার ব্যবস্থা নিষিদ্ধ করেছে।

(৩) উদ্যোক্তা বৃদ্ধিঃ প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়নের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ড হ্রাস পাবে। ফলে বাজারে বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি হবে এবং নতুন উদ্যোক্তা বাজারে প্রবেশ করবে।

(৪) প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ডের শাস্তিঃ প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়নের ফলে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ড করলে শাস্তি পাবে। ফলে বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিত হবে।

(৫) বিনিয়োগ বৃদ্ধিঃ পৃথিবীর প্রায় ১৩০ টিরও বেশি দেশে প্রতিযোগিতা আইন রয়েছে। প্রতিযোগিতা আইন সকল সময়ে বিনিয়োগের নিশ্চয়তা প্রদান করে। ফলে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারিরা তাদের বিনিয়োগের স্বার্থে আইনের রক্ষাকবচ গুলো যাচাই করে দেখেন। এক্ষেত্রে বাংলাদেশে প্রতিযোগিতা আইনের প্রয়োগ অর্থাৎ আইনগত সুরক্ষার প্রেক্ষিতে দেশী বিদেশী বিনিয়োগকারীরা নিরাপত্তার সাথে বাংলাদেশে বিনিয়োগ করবে।

(৬) দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাবঃ ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃজনের মাধ্যমে ব্যবসার উন্নয়ন, দেশী/বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসনের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

(৭) নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি এবং পণ্যমূল্য স্থিতিশীল রাখাঃ প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য ও সেবার প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে বিক্রয় নিশ্চিত হবে। ফলে বাজারে পণ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি ও পণ্য মূল্য স্থিতিশীল থাকবে।

এছাড়াও বাজারে প্রতিযোগিতা বিদ্যমাণ থাকলে উৎপাদিত পণ্যে নতুনত্ব ও পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধি পায়।

৩। চ্যালেঞ্জ সমূহ

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন একটি নতুন প্রতিষ্ঠান। বাজার অর্থনীতির যুগে ভোক্তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে বাজারে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থার সৃষ্টি করাই বড় চ্যালেঞ্জ। কমিশন বর্তমানে যে চ্যালেঞ্জ সমূহের সম্মুখীন, সেগুলো হচ্ছেঃ

(১) জনবল নিয়োগঃ কমিশনের নিজস্ব জনবল দ্রুত নিয়োগ করা জরুরী। আইন, অর্থনীতি, ব্যবসা প্রশাসনে যোগ্যতা সম্পন্নদের নিয়োগ প্রদানপূর্বক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এছাড়াও যথোপযুক্ত দক্ষ জনবল প্রেষণে পাওয়া প্রয়োজন।

(২) বিধি-বিধান প্রণয়নঃ আইনটি বাস্তবায়নে কিছু বিধি প্রবিধানের প্রয়োজন। এই বিধি বিধান গুলো প্রণয়ন বর্তমান কমিশনের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ।

(৩) মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিঃ কমিশন নব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এর জনবলের দক্ষতা, সক্ষমতা বৃদ্ধির নিমিত্ত দেশে বিদেশে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। একটি দক্ষ, কার্যকর ও গতিময় প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাঁড় করাতে মানব সম্পদ উন্নয়নের বিকল্প নাই। এক্ষেত্রে একটি কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের জন্য অপরিহার্য।

(৪) এ্যাডভোকেসিঃ কমিশনের দায়িত্ব ও কর্তব্য সকলের নিকট তুলে ধরা, প্রতিযোগিতা আইনের বিষয়ে অংশীজনদের (Stackholders) অবহিত করনের জন্য প্রয়োজন ব্যাপক এডভোকেসি কার্যক্রম। এ ক্ষেত্রে প্রচারের জন্য সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা, লিফলেট, টক-শো, ইত্যাদির আয়োজন করতে হবে।

(৫) তথ্যভান্ডারঃ প্রতিযোগিতা আইনটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাজারে বিদ্যমান ব্যবসা-বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট উপাত্ত প্রয়োজন। অনুসন্ধান, তদন্ত প্রভৃতির ক্ষেত্রে প্রচুর তথ্যের প্রয়োগ অনস্বীকার্য। এ সকল উদ্দেশ্যে একটি সমৃদ্ধ সফটওয়্যার ভিত্তিক তথ্যভান্ডার গড়ে তুলতে হবে।

(৬) আর্থিক সীমাবদ্ধতাঃ নবসৃষ্ট প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি, আইন বাস্তবায়নে এ্যাডভোকেসি কার্যক্রম, ICT, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নে অর্থের প্রয়োজন।

৪। কমিশনের করণীয়

নবসৃষ্ট প্রতিযোগিতা কমিশনকে কার্যকর করতে নিম্নে কতিপয় করণীয় উত্থাপন করা হলঃ

(১) জনবল নিয়োগঃ

কমিশনকে কার্যকর করার লক্ষ্যে জনবল নিয়োগের জন্য সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদিত হলেও নিয়োগবিধি সরকারের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। অনুমোদনের পর পরই জনবল নিয়োগের পদক্ষেপ কমিশনকে গ্রহণ করতে হবে।

(২) মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণঃ

(i) প্রশিক্ষণঃ কমিশনের কর্মকর্তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ব্যবহার করে কর্মকর্তাগণ এই কমিশনকে একটি কার্যকর প্রতিষ্ঠানে রূপদানে সক্ষম হবেন। এক্ষেত্রে দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান আবশ্যক;

(ii) অভিজ্ঞতা বিনিময়ঃ অভিজ্ঞতা বিনিময়, দক্ষ জনবল সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা রাখে। বিভিন্ন দেশের প্রতিযোগিতা কমিশনের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময় হতে অর্জিত জ্ঞান প্রতিযোগিতা কমিশন এর মানব সম্পদ উন্নয়ন ঘটাতে পারে। এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে যোগাযোগ বৃদ্ধি করা ও ভ্রমণ বিনিময় করা যেতে পারে;

(iii) সর্বোত্তম অনুশীলনঃ বিভিন্ন দেশে প্রতিযোগিতা বিষয়ক অভিজ্ঞতাসমূহকে নিজস্ব পরিমন্ডলে অনুশীলনের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে কমিশনের কর্মকর্তাগণের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

(৩) এ্যাডভোকেসিঃ

কোন নতুন প্রতিষ্ঠানের জন্য তার প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব এবং করনীয় বিষয় সংশ্লিষ্টদের অবহিতকরণ অপরিহার্য। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশীজনের সচেতনতা বৃদ্ধিতে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। দ্রুত এবং সহজতর পন্থায় সাধারণের নিকট আইনটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অবহিত করণ। সেই লক্ষ্যে গণমাধ্যম, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, সেমিনার, মতবিনিময় ইত্যাদি পন্থা ব্যবহার করা যেতে পারে।

(৪) ডিজিটাল সুবিধা সম্পন্ন তথ্যভান্ডার স্থাপনঃ

প্রতিযোগিতা আইনটি বাস্তবায়নে বাজার অর্থনীতির উপর গবেষণা ও তথ্য বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এজন্য একটি আধুনিক সুবিধা সমৃদ্ধ তথ্য ভান্ডার স্থাপন (লাইব্রেরী এবং একটি সফটওয়্যার ভিত্তিক তথ্যভান্ডার) করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

(৫) অর্থের সংস্থানঃ

কমিশনের কার্যক্রম তথা আইনটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রচুর অর্থের সংস্থান দরকার। এজন্য রাজস্ব খাতে অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধিসহ উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন খাতে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে অর্থ সংস্থানের প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রমের ক্রমপঞ্জি

২০১৭-১৮ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নোক্ত সারণীতে উল্লেখ করা হলোঃ

ক্রমিক নং	তারিখ	বিষয়বস্তু
১.	১০ জুলাই ২০১৭	UNCTAD এর কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ; UNCTAD ইতোমধ্যে তাদের কার্যক্রমের সাথে কমিশনকে সম্পৃক্ত করেছে।
২.	৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭	কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১৭) তৈরীপূর্বক মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপনের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
৩.	২১ সেপ্টেম্বর ২০১৭	CUTS-International এর সাথে MoU স্বাক্ষরের বিষয়ে অনুমতির জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ।
৪.	২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের খসড়া "সভা ও কার্যপদ্ধতি বিধিমালা, ২০১৭" মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
৫.	অক্টোবর ২০১৭	কমিশনের অনুসন্ধান-তদন্ত কার্যক্রম আরম্ভ।
৬.	অক্টোবর ২০১৭	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সাথে মতবিনিময়।
৭.	অক্টোবর ২০১৭	দুদকের সাথে মতবিনিময়।
৮.	১৫-১৯ অক্টোবর ২০১৭	দুদকে তদন্ত অনুসন্ধান বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ।
৯.	৩১ অক্টোবর- ১৭ নভেম্বর ২০১৭	দক্ষিণ কোরিয়া ফেয়ার ট্রেড কমিশন কর্তৃক আয়োজিত "Internship Program 2017" এ কমিশনের ২ জন কর্মকর্তার দক্ষিণ কোরিয়ায় ২১ দিনের কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ।
১০.	২৪ অক্টোবর ২০১৭	কমিশনের স্থায়ী কার্যালয়ের জন্য জমি বরাদ্দের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ।
১১.	১৩ নভেম্বর ২০১৭	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের "অনুসন্ধান ও তদন্ত প্রবিধানমালা, ২০১৭" মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
১২.	১৩ নভেম্বর ২০১৭	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের "শুনানী প্রবিধানমালা, ২০১৭" মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
১৩.	২৭ নভেম্বর ২০১৭	কর্মকর্তাগণের দাপ্তরিক ই-মেইল চালু।
১৪.	২১ ডিসেম্বর ২০১৭	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী বিধিমালা, ২০১৮ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
১৫.	২২ ডিসেম্বর ২০১৭ হতে ২৬ জুন ২০১৮	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, ডিজিএফআই, শিল্প মন্ত্রণালয়, বিভাগীয় কমিশনার ঢাকা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ও বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রামও অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ে অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ক্রমিক নং	তারিখ	বিষয়বস্তু
১৬.	৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮	কমিশনের উদ্যোগে ব্রিটিশ কাউন্সিল ও সানেম এর সহযোগীতায় কর্মশালার আয়োজন।
১৭.	২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৮	ICN এর সদস্যপদ লাভ।
১৮.	২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন "আপিল বিধিমালা, ২০১৮" মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
১৯.	২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন "পুনর্বিবেচনা প্রবিধানমালা, ২০১৮" মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
২০.	২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৮	ভারত, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিযোগিতা কমিশন এর সাথে MoU স্বাক্ষরের বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নীতিগত সম্মতি লাভ।
২১.	২১-২৩ মার্চ ২০১৮	ICN এর বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান (নয়াদিল্লী, ভারত)।
২২.	২২ মার্চ ২০১৮	কোরিয়ার প্রতিযোগিতা কমিশনের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা (নয়াদিল্লী, ভারত)।
২৩.	২৯ মার্চ ২০১৮	"ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণঃ বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের ভূমিকা" শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন।
২৪.	৩-৫ এপ্রিল ২০১৮	বিএফটিআই কর্তৃক কমিশনের কর্মকর্তাগণের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণের আয়োজন।
২৫.	১৬ মে ২০১৮	কমিশন কর্তৃক প্রতিযোগিতা বিরোধী চুক্তি বাতিলক্রমে নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে একটি অভিযোগ নিষ্পত্তি।
২৬.	জুন ২০১৮	বিআইডিএস কর্তৃক "Onion Market of Bangladesh: Role of different players and assessing competitiveness" বিষয়ে গবেষণা সম্পন্ন।

এ্যালবাম

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন, সদস্য ও সচিব

মোঃ ইকবাল খান চৌধুরী
চেয়ারপার্সন

এটিএম মুর্তজা রেজা চৌধুরী এনডিসি
সদস্য

মোঃ আবুল হোসেন মিঞা
সদস্য

রশিদ আহমদ
সচিব (যুগ্ম সচিব)

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তাগণ

মোঃ শহীদুল হক ভূঁঞা
যুগ্ম সচিব
(২১-০১-২০১৮ পর্যন্ত)

মোঃ খালেদ আবু নাছের
উপসচিব

শেখ হাফিজুল ইসলাম
উপসচিব

মোঃ আবদুর রহমান
উপসচিব

নাসির উদ্দিন আহম্মেদ
উপসচিব
(২৫-০৪-২০১৮ তারিখ হতে শরণার্থী, ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের কার্যালয়, কক্সবাজারে সংযুক্ত)

আমির আব্দুল্লাহ মুঃ মঞ্জুরুল করিম
উপসচিব

মোহাম্মদ আশরাফুল আলম
উপসচিব

সিরডাপ মিলনায়তনে আয়োজিত "ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণ-বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের ভূমিকা" শীর্ষক সেমিনার। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব তোফায়েল আহমেদ, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত অবহিতকরণ কর্মশালায় কমিশন বিষয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করছেন পরিচালক জনাব মোঃ খালেদ আবু নাছের।

বিআইডিএস কর্তৃক "Onion Market of Bangladesh: Role of different players and assessing competitiveness" বিষয়ে গবেষণা পত্র উপস্থাপন।

কমিশনের উদ্যোগে ব্রিটিশ কাউন্সিল ও সানেম এর সহযোগীতায় "Competition for Economic Growth and Fair Price" শীর্ষক কর্মশালা।

কমিশনের নিষ্পত্তিকৃত প্রথম মামলায় আদেশ প্রদানকারী সদস্যবৃন্দ। জনাব মোঃ ইকবাল খান চৌধুরী, চেয়ারপার্সন, জনাব এ টি এম মুর্তজা রেজা চৌধুরী, সদস্য, এবং জনাব মোঃ আবুল হোসেন মিঞা, সদস্য।

OECD (Global Forum on Competition) এর প্যারিসে অনুষ্ঠিত ১৬ তম বাৎসরিক সভায় বক্তব্য রাখছেন কমিশনের সদস্য জনাব এটিএম মুর্তজা রেজা চৌধুরী ডান পাশে উপবিষ্ট উপসচিব জনাব আমির আব্দুল্লাহ মুঃ মঞ্জুরুল করিম ।

২২ মার্চ ২০১৮ খ্রিঃ তারিখে নয়াদিল্লীতে কোরিয়া ফেয়ার ট্রেড কমিশন (KFTC) ও বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (BCC) এর মধ্যে প্রথম দ্বিপাক্ষিক সভা। KFTC-র পক্ষে চেয়ারপার্সন Mr. Sang-jo Kim এবং বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের পক্ষে চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ ইকবাল খান চৌধুরী নের্তৃত্ব দেন।

ভারতের নয়াদিল্লীতে ২১-২৩ মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ICN (International Competition Network) এর ১৬ তম সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ ইকবাল খান চৌধুরীর নের্তৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল যোগদান করে।